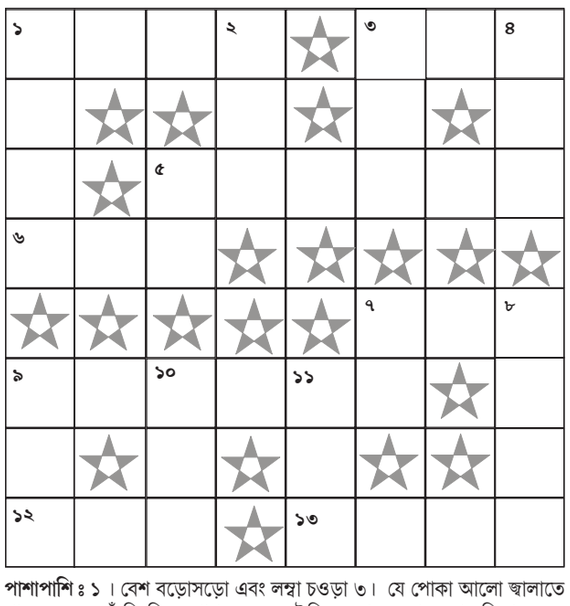

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মঙ্গলবার ৩ বৈশাখ ১৪২৫ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ৩২৭ সংখ্যা

ভোটের জট কাটেনি

পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে সোমবারও কলকাতা হাইকোর্ট তার রায় জানায়নি। ডিভিশন বেঞ্চ থেকে মামলাটি ফেরত গিয়েছে সিঙ্গল বেঞ্চে। তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন পঞ্চায়েত ভোট প্রক্রিয়ায় সিঙ্গল বেঞ্চের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেছিল। সেখানে ধাক্কা খেয়েছে তারা। তাদের মামলাটি খারিজ হয়ে গিয়েছে। ফলে অন্তত কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ বসা পর্যন্ত পঞ্চায়েত মামলার ভবিষ্যৎ ঝুলে রইল। সোমবার দুপুরে সিঙ্গল বেঞ্চ তাদের স্থগিতাদেশ মঙ্গলবার পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারক সুব্রত তালুকদার মঙ্গলবার এই মামলা সম্পর্কে কী রায় দেন, তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে রাজ্যবাসীকে। বিজেপির মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ১১ এপ্রিল সুপ্রিমকোর্ট নির্বাচন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চায় না বলে জানিয়েছিল। তার সঙ্গে একথাও জানানো হয়েছিল যে, যাঁরা প্রার্থী হতে চান, তাঁদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। এদিকেও সিঙ্গল বেঞ্চকে লক্ষ্য রাখার কথা বলেছে ডিভিশন বেঞ্চ।

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ যে ওইরকম রায়ই দিতে চলেছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল সোমবার শুনানির শেষ পর্বে। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে। নির্বাচন কমিশন, রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়াও মামলার অন্যান্য রাজনৈতিক পক্ষের আইনজীবীদের সওয়াল জবাব ছিল তীক্ষ্ণ। এতে আদালত কক্ষ দৃশ্যতই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ডিভিশন বেঞ্চ একসময় হস্তক্ষেপ করে জানতে চায়, পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চে একটি মামলা চলছে। ওই মামলার স্থগিতাদেশের মেয়াদ শেষ হচ্ছে সোমবারই। এক্ষেত্রে ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির আপিল করার প্রয়োজন ছিল কিনা। জবাবে তৃণমূলের সাংসদ আইনজীবী বলেন, সিঙ্গল বেঞ্চ নির্বাচনি প্রক্রিয়ার উপর ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত যে স্থগিতাদেশ দিয়েছে, সেটা নির্বাচনি প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাজে অহেতুক হস্তক্ষেপ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। মনোনয়নপত্র পরীক্ষার কাজও আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই সময় সিঙ্গল বেঞ্চের স্থগিতাদেশ অনভিপ্রেত এবং ঘোষিত সূচি অনুযায়ী জনসাধারণের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্তরায়স্বরূপ। ডিভিশন বেঞ্চের এই পর্বের প্রশ্ন ছিল, সিঙ্গল বেঞ্চের অন্তর্বর্তী নির্দেশের মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেও তো অসন্তোষ থাকলে বা রায় আইনানুগ হয়নি বলে মনে হলে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল মামলার সুযোগ ছিল। এছাড়াও ডিভিশন বেঞ্চের শুনানির অন্তিমপর্বে ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায় যে বর্তমান পঞ্চায়েত প্রশাসনের সর্বশেষ মেয়াদ কোন পর্যন্ত রয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চকে জানানো হয়, আগস্ট মাস পড়লেই মেয়াদ শেষ হবে বর্তমান পঞ্চায়েত প্রশাসনের। এই দুই প্রশ্ন শুনেই বাদী-বিবাদী পক্ষ নিশ্চয়ই রায়ের পূর্বাভাস পেয়ে গিয়েছিল।

পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থানের একটি দিক কিন্তু সাধারণভাবে অনালোচিতই থেকে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সর্বপ্রথম খবর প্রচার করে যে, রাজ্য সরকারের কাছে নির্বাচন কমিশন ৩ মে থেকে তিনটি পর্যায়ে ভোটগ্রহণের সূচি জানিয়ে দিয়েছে। রাজ্য সরকার দু-একদিন এধার-সেধার করে ওই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে বলে শীর্ষ প্রশাসন সূত্রের খবর। কিন্তু ওই খবর প্রচারের ৪৮ ঘণ্টা পরেই, মুখ্যমন্ত্রী একটি জেলায় গিয়ে প্রকাশ্যেই সেখানকার একটি প্রকল্প রূপায়ণ সম্পর্কে প্রশাসনের সাফাইয়ের জবাবে বলেন, পঞ্চায়েতের ভোট তো জুনে! সম্ভবত তাঁর এই কথায় বিরোধী দলগুলি বিভ্রান্ত হয়ে প্রস্তুতির সময় আরও মাসখানেকের বেশি পাওয়া যাবে বলে নিশ্চিত হয়েছিল। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর ওই কথার রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ১ মে থেকে ৩ পর্যায়ের ভোট ঘোষণা হয়। ১ মে হল শ্রমিক দিবস, উৎসবের দিন। তাছাড়া ওই সময়টা হয় পরীক্ষা, নয়তো শিক্ষকদের খাতা দেখা সংক্রান্ত কাজের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি কালপর্ব। পরীক্ষার কল্যাণে মাইক বাজিয়ে প্রচারও অসম্ভব ছিল ভোটের প্রচার পর্বে। বিভ্রান্তির শুরু এখান থেকে। যার পরিণতি বিপক্ষ শিবিরের অপ্রস্তুত দশায় শাসকপক্ষের হায়নার হানায় ব্যাপক অশান্তি।

মঙ্গলবার সিঙ্গল বেঞ্চের রায় পরিস্থিতিকে কতটা সামাল দিতে পারবে তা তর্কসাপেক্ষ এবং ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। তবে একটি কথা বলা যায়, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উপর সরকার ও শাসক রাজনৈতিক দলের চাপসৃষ্টির সুযোগ আইনগতভাবেই বিলুপ্ত করা না গেলে এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তায় নির্বাচন কমিশন মর্যাদা মণ্ডিত না হলে নির্বাচনি দুর্দৈব অনিবার্যই থাকবে। এটা গণতন্ত্রকে বিকলাঙ্গ করে দেওয়ার মতোই অপরাধ।

অমৃতধারা

মানবাত্মার আলোক-সর্বত্র সেই আলোক বিকিরণ করিতেছে। আমাদের সকলের ভিতরে সেই মহারাজাধিরাজ আত্মা রহিয়াছেন। তাঁহার প্রসারের সঙ্গে আমরাও প্রসারিত হইতে পারি। অথবা নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া আমরা একেবারে ক্ষীণ হইতেও পারি। আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য তখন যখন আমরা দিব্যদৃষ্টি হারাইয়া ফেলি। এ ধন হইতে কেহই আমাদের বঞ্চিত করিতে পারে না। কিন্তু নিজেদের ভিতরের দুর্বুদ্ধি দুষ্টভাবই ইহা হরণ করিতে পারে। ইহারাই আমাদের প্রকৃত শত্রু, ইহারাই আমাদের প্রাপ্য দৈব্যসম্পদ হইতে প্রবঞ্চিত করে।

সেই পরম জ্যোতিঃ সতত বিরাজমান। তাই আমাদের চলন শক্তি, চিন্তা ও কর্মের প্রবাহ অবারিত। যদি আমাদের জীবনে তাঁহার জাগ্রত সত্তা জীবন্ত করিতে চাই তবে নিজেদের ভিতরে অদম্য আগ্রহ জাগাইতে হইবে, এই জীবনের প্রত্যেক দুয়ার ভগবানের দিকে খুলিয়া দিতে হইবে। যদি আমাদের চিন্তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তবেই আমরা বাধাপ্রাপ্ত হই। জীবনে যাহার স্থান সর্বাগ্রে, তাহাকে প্রথম স্থান দিতে হইবে। জীবনের বিকাশ হয় ক্রমে ক্রমে। আমাদের প্রত্যেককে ইহা শিখিতে হইবে। কাহারও এমন ক্ষমতা নাই যে এই শিক্ষার হাত এড়াইতে পারিবে অথবা সেই মূল সত্তা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবে।

-স্বামীপরমানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ১৯৭৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি ঃ ১। বেশ বড়োসড়ো এবং লম্বা চওড়া ৩। যে পোকা আলো জ্বালাতে পারে ৫। কর ফাঁকি দিয়ে গোপন ও বেআইনি ব্যবসা ৬। মাছ ধরার ছিপের সঙ্গে থাকে ৭। শারীরিক যন্ত্রণা ৯। যে উপকার সহজেই ভুলে যায় বা অকৃতজ্ঞ ১২। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো ১৩। যুদ্ধে যিনি সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেন।

উপর-নীচ ঃ ১। বারোটা বেজে যাওয়া বা সর্বনাশ হওয়া ২। ইঙ্গিত বা আভাস ৩। এক ধরনের শস্য ৪। দেবলোকের গায়ক জাতি ৫। হিন্দুরা যাকে পবিত্র বলে গণ্য করে, গোমূত্র ৭। এক প্রহর সময় বা তিন ঘণ্টা ৮। একটা ফলের নাম ৯। নিছক অথবা ভাঁজহীন ১০। জলে ফোটে ফুল ১১। রাক্ষসের মতো ভয়ংকর।

সমাধান ■ ১৯৭৩

পাশাপাশি ঃ ১। বাবুই ৪। লিটার ৫। আঁসু ৭। নালিশ ৮। চারুনেত্রা ৯। চাবিকাঠি ১১। অনীহা ১৩। ননি ১৪। দারোগা ১৫। ধকল।

উপর-নীচ ঃ ১। বায়না ২। ইলিশ ৩। দরকচা ৬। সুমিত্রা ৯। চালান ১০। ঠিকাদার ১১। অগাধ ১২। হাতল।

কর্ণাটকে এবার কংগ্রেসের মর্যাদার লড়াই

দক্ষিণের বর্ধিষ্ণু রাজ্য কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসছে। এ রাজ্যে শাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে কোমর বেঁধে নেমেছে কংগ্রেস। সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে বিজেপিও, লিখেছেন **সুস্মিতা রায়**।

দক্ষিণ ভারতের অন্যতম বর্ধিষ্ণু রাজ্য কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে। দেশের বড়ো, গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলির মধ্যে কংগ্রেসের শেষ গড় এখন কর্ণাটকই। চলতি বছরের শেষদিকে বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচন হবে। সেসব রাজ্যে ভোটের ফলাফল কী হবে তা এখনই অনুমান করা সম্ভব নয়। তিনটি রাজ্যেই ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উঠলেও নির্বাচনি যুদ্ধে তারা ক্ষমতাচ্যুত হবে কিনা বলা মুশকিল। তবে কর্ণাটক নিয়ে জাতীয় স্তরে পরস্পরবিরোধী যুযুধান দুই দল বিজেপি ও কংগ্রেসের স্নায়ুযুদ্ধ এখন চরমে উঠেছে। গত মাসে নির্বাচনি নির্ঘণ্ট ঘোষণার বহু আগে থেকেই অঘোষিত প্রচার যুদ্ধে নেমে পড়ে উভয়পক্ষই। গত বছর নভেম্বর মাসের প্রথম থেকেই জোরকদমে প্রচার শুরু করেছে বিজেপি। কংগ্রেসের সঙ্গে প্রচার যুদ্ধে টক্কর দিতে তাদের প্রধান অস্ত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

অন্যদিকে, ক্ষমতা দখলে রাখতে মরিয়া কংগ্রেসও। দলের জাতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধি ইতিমধ্যে রাজ্যে একাধিকবার সফরে গিয়েছেন। নির্বাচনের ঠিক আগে আচমকাই রাজ্যের লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের ধর্মের স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নেয় সিদ্ধারামাইয়া নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার। বেঙ্গালুরু সহ রাজ্যের বহু এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী এই সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে স্বীকৃতিদানের জন্য কেন্দ্রের কোর্টে সুকৌশলে বল ঠেলেছেন তিনি। যা নিয়ে স্পষ্টতই বিব্রত কেন্দ্রীয় সরকার। উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ধর্মীয় তাস খেলে যে ক্ষমতা দখলের ছক কষে বিজেপি, কর্ণাটকের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই অস্ত্রেই তাদের ঘায়েল করার কৌশল নিয়েছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী। আগামীকাল, ১৮ এপ্রিল লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মগুরু বাসবান্নার জন্মদিনের আগে কেন্দ্রের কাছে স্বীকৃতির দাবিতে সরব হয়েছেন এই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। ইতিমধ্যে বিজেপির জাতীয় সভাপতি অমিত শা এই স্বীকৃতিদানের দাবির বিরোধিতা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ লিঙ্গায়েতদের সমর্থনের পালের হাওয়া কংগ্রেসের দিকেই ঘুরতে চলেছে। তবে শুধু এই বিষয়টি নিয়ে নয়, একাধিক সমীক্ষায় এখন পর্যন্ত এগিয়ে আছে কংগ্রেস। যদিও নির্বাচনি ফলাফল কী হবে তা শেষদিন অবধি বলা যায় না। ২২৪ আসনবিশিষ্ট কর্ণাটক বিধানসভায় কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ১২২। বিজেপির ৪৩টি ও জনতা দল (এস)-এর হাতে আছে ২৯টি আসন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই তিন রাজনৈতিক দলের মধ্যে লড়াই মূলত সীমাবদ্ধ থাকবে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টি এবারই প্রথম কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। আগামী বছর গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে চলতি বছরে কর্ণাটক সহ সব রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে দীর্ঘদিনের লালদুর্গ ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বের একাধিক রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি। কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনও কংগ্রেস এবং বিজেপির মর্যাদার লড়াই হয়ে উঠেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়ার পুত্র এইচডি কুমার স্বামীর নেতৃত্বে জেডি (এস)ও এবার নির্বাচনে জোর লড়াই দিচ্ছে। বিজেপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরিয়াপ্পার আমলে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত হয়েছিল দল। খোদ ইয়েদুরিয়াপ্পার বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর দুর্নীতি নিয়ে বিড়ম্বিত বিজেপি তাঁকে বহিষ্কারও করেছিল। পরে ফের তাঁকে দলে ফেরানো হয়। এবারের নির্বাচনে তাঁকেই সামনে রেখে লড়ছে বিজেপি। যদিও ইতিমধ্যে তাঁকে নিয়ে কার্যত সেম সাইড গোল দিয়ে ফেলেছেন দলের জাতীয় সভাপতি অমিত শা। মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ইয়েদুরিয়াপ্পাকে পাশে নিয়েই শ্রী শা বলেছেন, সারা দেশে সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার ছিল ইয়েদুরিয়াপ্পারই। হয়তো বলতে গিয়েছিলেন কংগ্রেসের সিদ্ধারামাইয়ার নাম, মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন নিজের দলের নেতার নামই। ডিজিট্যাল ভারতের কল্যাণে চটজলদি নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি সঙ্গে সঙ্গে অমিত শার এমন মন্তব্য লুফে নিয়ে দ্রুত তাঁর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা নিয়ে বিস্তর রঙ্গরসিকতা, পরিহাসের বন্যা বয়ে গিয়েছে। বিজেপির দোর্দণ্ডপ্রতাপ জাতীয় সভাপতি যতই এই নিয়ে নিজের ভুল শোধরানোর প্রয়াস নিন, নির্বাচনি প্রচার পর্বে তাঁর এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে কাঁটার মতো বিঁধবে।

স্বাধীনতার নয় বছর পর (১৯৫৬) কর্ণাটক রাজ্যের জন্ম। রাজ্যের ৩০টি জেলার মধ্যে ৩টি জেলায় অধিবাসীরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন। কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরু সারা দেশের অন্যতম সেরা তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র। সারা দেশের নিরিখে এই রাজ্যে কর্মসংস্থানের হার ভালো। ২০১৩-১৪ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, রাজ্যে বেকারির হার ১.৮ শতাংশ, জাতীয় স্তরে এই হার ৪.৯ শতাংশ। ২০১১-১২ সালে জাতীয় স্তরে দারিদ্র্যের নিরিখেও এখানে তার হার কম। তথ্যপ্রযুক্তি সহ বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে উন্নত হলেও কর্ণাটকের ৫৬ শতাংশ মানুষই কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত। নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এই রাজ্যে একাধিক জাতীয় স্তরের সেরা গবেষণাকেন্দ্র আছে। জাতীয়, আন্তর্জাতিক স্তরের সেরা তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রগুলি নিয়ে বেঙ্গালুরুকে ভারতের সিলিকন ভ্যালি বলা হয়।

বেঙ্গালুরু দেশের অন্যতম সেরা তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র। সারা দেশের নিরিখে কর্ণাটকে কর্মসংস্থানের হার ভালো। জাতীয় নিরিখেও এখানে দারিদ্র্যের হার কম। তথ্যপ্রযুক্তি সহ বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে উন্নত হলেও কর্ণাটকের ৫৬ শতাংশ মানুষই কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত।

এমন একটি রাজ্যের ক্ষমতার রাশ হাতে রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে জয়ী হতে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, সেটিই স্বাভাবিক। মূলত কংগ্রেস, বিজেপি ও জেডি (এস) রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হলেও এবার আম আদমি পার্টিও প্রার্থী দেবে। তবে তিনটি রাজনৈতিক শক্তির মধ্যেই লড়াই সীমাবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ এনে সরব হয়েছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইতিমধ্যে নির্বাচনি প্রচারে নেমে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তোপ দেগেছেন। যা নিয়ে পালটা কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া। দুর্নীতির দায়ে বিদ্ধ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরিয়াপ্পাকে ফের হবু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরা নিয়ে বিজেপি-কে তীব্র আক্রমণ করেছেন তিনি ও তাঁর দল। স্পর্শকাতর এই বিষয় নিয়ে কিছুটা হলেও বিড়ম্বিত বিজেপি। যদিও এই মুহূর্তে ইয়েদুরিয়াপ্পা ছাড়া বড়ো মাপের কোনো নেতাকে তাঁরা তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। গত মাস অবধি একাধিক নির্বাচনি সমীক্ষায় এগিয়ে আছে কংগ্রেস। যদিও ভোট যত এগিয়ে আসছে দুশ্চিন্তা বাড়ছে তাদেরও। আগামী ১২ মে একদিনই ভোটগ্রহণ হবে রাজ্যে, যা সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনগুলির প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে রাজ্যের পক্ষে গৌরবজনক। ১৫ মে ভোটগণনা। দক্ষিণের এই বর্ধিষ্ণু রাজ্যের ক্ষমতার রাশ হাতে নিতে পরস্পরবিরোধী সব দলই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।

আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনের আগে দক্ষিণের এই গড় রক্ষা কংগ্রেসের মর্যাদার লড়াই। যে লড়াইয়ের ফলাফল প্রভাব ফেলবে বছর শেষে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির বিধানসভা নির্বাচনে, এমনকি আগামী লোকসভা নির্বাচনেও।

জনমত

এখন ধর্মীয় উন্মাদনার সময় নয়, মানুষের পরিচয় কর্মে

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ হয় কর্মের মাধ্যমে। পৃথিবীতে সব জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব হল মানুষ। মানুষের চিন্তাশক্তির সঙ্গে জন্তুর চিন্তাশক্তির প্রভেদ আছে, এটা বলাই বাহুল্য। মানুষ শ্রেষ্ঠকর্ম করে, শ্রেষ্ঠ চিন্তা করে, পরিবারের, সমাজের এবং দেশের কল্যাণসাধন করতে পারে। তাই মানুষের পরিচয় কর্মে। পৃথিবীতে কোনো মানুষই শ্রেষ্ঠ হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। নিজ কর্মগুণে কোনো মানুষ সৎ হয়, কোনো কোনো মানুষ অসৎ আচরণের দ্বারা বা কর্মের দ্বারা সমাজকে কলুষিত করে তোলে। প্রত্যেক মানুষেরই আলাদা আলাদা চিন্তার জগৎ থাকে। একজনের চিন্তাভাবনার সঙ্গে অন্য আর একজনের চিন্তার সামঞ্জস্য থাকে না। মানুষ নিজস্ব চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে আত্মপরিচয় দিতে সক্ষমতা অর্জন করে।

আমাদের চারদিকে মানুষের অভাব নেই। মানুষ হলেই যে সব মানুষই মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় এটাও ঠিক নয়। মানুষের মধ্যেও হিংস্র জন্তুর আচরণবিশিষ্ট মানুষ থাকে। সেই জন্যই তারা মানুষ শব্দটির আগে 'অ' অক্ষরটি যুক্ত হয়ে অমানুষ বলে পরিচিত হয়। কর্মের প্রভেদ আর আচরণগত পার্থক্যই মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। সেই জন্যই জন্তুর নামের আগে 'অ' অক্ষরটি যুক্ত হয় না। যেমন অ-বাঘ, অ-হাতি, অ-সিংহ ইত্যাদি হয় না। জন্তুর আচরণ যেমন হয়, তারা তেমনিই আচরণ করে। এর কোনো ব্যতিক্রম হয় না। যে কোনো মানুষের ভালো কর্মই শ্রেষ্ঠতার শিখরে পোঁছে দিতে পারে।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে দেশে ধর্মীয় উন্মাদনা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষকে বাদ দিয়ে ধর্মের প্রশ্ন আসতে পারে না। মানুষই আগে সৃষ্টি হয়েছে, 'ধর্ম' নয়। শুভচিন্তা, সৎকর্ম, মানবতা, নৈতিকতা, অহিংসা ইত্যাদিকে জলাঞ্জলি দিয়ে ধর্মের নামে অধর্মের বীজ রোপণ করে মানুষকে হিংসা, বিদ্বেষের পথে চালিত করা হচ্ছে। ধর্মের নামে মানুষকে অন্ধবিশ্বাস ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তাদের কুসংস্কারের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। পৃথিবীটা একটা সত্যির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবী একই নিয়মে চলছে সবার জন্য।

কারো কথায় পৃথিবী চলে না, কোনো বিশেষ ধর্মের জন্যও পৃথিবী চলে না। পৃথিবীর মালিক কোনো ধর্মীয় সংগঠন নয়। বিভ্রান্তি শুধু মস্তিষ্কের। মস্তিষ্ককে যে যেভাবে কর্মক্ষম করে তুলবে সেরকমই মানুষ কর্ম করবে এটাই স্বাভাবিক। মস্তিষ্কে ভালো, খারাপ সব চিন্তারই ক্ষমতা আছে। মস্তিষ্ককে যে যেভাবে ব্যবহার করে তা সেইভাবেই কাজ করে। ছোটোবেলা থেকে মাথায় যে চিন্তাধারা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, সেই মানসিকতার দ্বারাই একজন ব্যক্তি পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। কল্পনা এবং ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষ নিজের সত্তাকে বিনাশ করে।

কিছু সংখ্যক লোককে দেখা যায় মানুষের পদবি এবং ধর্ম নিয়ে ভীষণ উৎসাহী। পদবি আর ধর্মের পরিচয় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করে কি ? প্রকৃতপক্ষে 'ধর্ম' শব্দটির সঠিক ব্যাখ্যার অভাবেই ধর্মকে নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। মানুষকে বাদ দিয়ে ধর্মের কোনো আলাদা সংজ্ঞা হয় না। তাই কর্মই মানুষের ধর্ম। কর্মই মানুষের মন থেকে হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে- জড়ত্ব এবং অলসতাই হল ভারতবাসীর সবথেকে বড়ো শত্রু। তাই 'কর্মের পতাকা' বহন করে অগ্রসর হতে হবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

এখন কর্মের যুগ, ভাবনার যুগ, উন্নতির পথে এগোনোর যুগ, ধর্মীয় উন্মাদনার যুগ নয়। তাই দেশকে যদি সত্যিই উন্নত করতে হয় তবে কর্মকে গুরুত্ব দিতে হবে সবার আগে। ধর্ম থাকুক মানুষের ঘরের কোণে, হৃদয়ে। কর্ম আসুক সবার সামনে। কর্মই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে সক্ষম। মানুষের পরিচয় কর্মে, ধর্মে নয়। ধর্ম বা জাত নিয়ে কেউ জন্মায় না। ধর্ম আর জাতের ছাপ মানুষের দেওয়া। মানুষের কর্মই মানুষের পরিচয়।

কৃষ্ণা দাস

তল্লিগুড়ি (কাঁঠালতলা), কোচবিহার।

শুয়োরের উৎপাত

জলপাইগুড়ি শহরে দিনের পর দিন শুয়োরের উৎপাত বেড়েই চলেছে। জলপাইগুড়ি শহরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে, হাটেবাজারের আনাচেকানাচে নোংরা আবর্জনা ঘেঁটে যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে শহরের পরিবেশকে দূষিত করছে শুয়োররা। দিবারাত্রি এই শুয়োরের উৎপাত। পুরসভা নির্বিকার। অবিলম্বে শহরে শুয়োরের উৎপাত বন্ধ করতে ও শহরের মধ্যে থেকে শুয়োরের খাটাল উচ্ছেদ করতে এসব খাটাল মালিকদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পুলিশ প্রশাসনের ও পুর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অনুপ চৌধুরি

১৪নম্বর ওয়ার্ড, জলপাইগুড়ি।

পথ ও পানীয় জলের সমস্যা

সামনেই পঞ্চায়েত ভোট, আর এদিকে ডাবগ্রাম-২, ফুলবাড়ি এলাকা অন্তর্গত নরেশ মোড় অঞ্চলের রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। সন্ধ্যা নামলেই যেখানে সেখানে মদের আসর বসে। রাস্তায় আলোর কোনো ব্যবস্থা নেই। কোনো এককালে আলোর ব্যবস্থা করা হলেও সেই ব্যবস্থা এখন অকেজো হয়ে পড়েছে। এছাড়াও পানীয় জলের সমস্যা তো আছেই। সেই এক কিলোমিটার, দুই কিলোমিটার পথ পেরিয়ে জল আনতে যেতে হয়। কত ভোট গেল, কত ভোট এল কিন্তু আমাদের এলাকার পরিস্থিতি যা ছিল তাই রয়ে গেল। কেন ?

স্নেহা দেব

নরেশ মোড়, শিলিগুড়ি।

এ বিভাগে ছবি সহ স্থানীয় সমস্যা নিয়ে পত্রলেখকরা চিঠি পাঠান। পাঠাতে হবে জনমত বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি- এই ঠিকানায়।

বরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্যে পৃথক মন্ত্রক দরকার

ষাট বছর বয়সের পরেই বরিষ্ঠ নাগরিক অর্থাৎ সিনিয়র সিটিজেন। দিন কে দিন তাঁরা অতি বৃদ্ধের দিকে, অসুস্থতায় ঢলে পড়েন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নানারকম অবসাদ, একাকীত্ব ইত্যাদি নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মতোই আচার আচরণ করেন, শারীরিক মানসিক ব্যাধি ধীরে ধীরে গ্রাস করে। ফলে ভুলে যাওয়া, ভুল কাজ করা ও দৈহিক প্রতিবন্ধকতায় জীবনধারণের দাঁড় টানাটানি চলে। বর্তমান পারিবারিক-সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থা কালচার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধদের প্রতি অবহেলা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। যা অত্যন্ত উদ্‌বেগজনক। সরকারি তরফে সামান্য সাহায্য, ছাড় ইত্যাদি কখনো কোথাও কিছু মেলে হয়তো, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। যাঁরা পরিবারকে, সমাজকে, দেশকে এক সময় সারা জীবনটা সবকিছু উজাড় করে দিয়েছেন তাঁদেরকে অবহেলা করা এক চরম অমানবিকতা।

গত ২৮ মার্চ সুস্মিতা রায়ের 'ভারতে বিপন্ন বার্ধক্য, সামাজিক সুরক্ষা দরকার'-শীর্ষক লেখাটি যথেষ্ট মূল্যবান ও সময়োপযোগী। ৪ এপ্রিল সুভদ্র হার চিঠি লিখেছেন- 'শারীরিক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধদের জন্য ভাবুন'। ১৩ এপ্রিল চিঠি লিখেছেন অরবিন্দকুমার সেন-'বিষণ্ন বার্ধক্য'। মানবিক মানুষজনকে এভাবেই সমাজ ও সরকার সচেতন করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা সত্যিই বিপন্ন বার্ধক্য। এই সময়কালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা চরমভাবে অবহেলিত হয়ে চলেছেন।

শিশুকল্যাণ দপ্তর, যুবকল্যাণ দপ্তর, কন্যাশ্রী-যুবশ্রী-বেটি বাঁচাও এরকম বহু শুভ উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে বরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্যও বিশেষ সরকারি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। দরকার আলাদা মন্ত্রক।

নির্মল বিশ্বাস

দেবীনগর, আলিপুরদুয়ার।

দামি বস্তুর নামের তালিকায় উঠে এসেছে গোবর

বর্তমানে গোবরও 'গো'-বরের পরিচিতি নিয়ে অর্থাৎ গোরুর দেওয়া বর, অর্থাৎ গোরুর দেওয়া আশীর্বাদের ধরনধারণ ধরে দামি বস্তুর নামের লিস্টে উঠে গেছে। কারণ সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেল সম্প্রতি গোরুর গোবর দিয়ে শবদাহ করার ভাবনা শুরু হয়ে গেছে। হিসাবের খবরে প্রকাশ পেয়েছে, ঘুঁটে দিয়ে শবদাহ করতে প্রয়োজন হবে এক হাজার সাতশো টাকা। সময় লাগবে দুই ঘণ্টার সামান্য কিছু বেশি। সেক্ষেত্রে খড়ির দ্বারা ওই কাজ করতে লাগে দুই হাজার ছয়শো টাকা। সময় লাগে দুই ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ঘুঁটে দিয়ে শবদাহ করতে সময় ও খরচ দুটোই কম লাগবে। সুতরাং এখন থেকে গোবর একেবারে জবর-খবর হয়ে গেল। অতীতে নরবর অর্থাৎ মানুষের মলের দ্বারা জমির সার প্রস্তুত করার কথা আমরা জেনেছি। বিদেশের অনেক চাষের জমিতে ছোটো ছোটো ঘর তৈরি করে সেখানে মলত্যাগ করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করা হয়। উদ্দেশ্য জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করা। এইরকম ব্যবস্থা সর্বত্রই করা যেতে পারে।

বর্তমানে শৌচালয় ব্যবহারের কথা নানাভাবে প্রচার করা হচ্ছে। সুতরাং চাষের জমিতে মলত্যাগের পরিকল্পনা মন্দ কি ? মোদ্দা কথা কোনো বর্জ্যই আর অপচয় করা চলবে না। বলতে হবে-যদি দেখ গোবর, অথবা নরবর, ব্যবহার করিয়া দেখ-পাইলেও পাইতে পার, জবর কদর।

অমল মজুমদার

মদনমোহনপাড়া, দিনহাটা।

ডোকালাম অস্থিরতা প্রভাব ফেলবে ভারতের অর্থনীতিতে ?

ভুটানের ডোকালাম থেকে শিলিগুড়ির আলো ঝলমলে রাতের আকাশ দেখা যায়। অর্থাৎ চিন ডোকালামের যে অংশে রাস্তাঘাট বানিয়ে যুদ্ধের ট্যাংকের আনাগোনাকে সুনিশ্চিত করতে চাইছে শিলিগুড়ি করিডর সেখান থেকে দূরে নয়। গতবছর চিন ও ভারতের সেনারা চোখে চোখ রেখে টানটান উত্তেজনার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার পর উভয়পক্ষ সরে গেলেও, ডোকালামে রাস্তা বানানো থেকে চিন যে পিছু হটেনি বিগত দিনের 'পরিকাঠামো' নির্মাণ তারই প্রমাণ।

ভুটানের যে ঢালে ডোকালাম অবস্থিত পূর্ব পশ্চিমে তার আয়তন মাত্র ৯ কিমি। ভুটানের আরেকটি ঢাল যা জোম্ফেরি বা জোম্পেরি নামে পরিচিত সেটা সরাসরি নেমে এসেছে তোর্ষা নদীর উৎসে। জম্ফেরির খাড়া ঢাল যা অত্যন্ত বিপদসংকুল তাকে কব্জা করতে পারলে শিলিগুড়িতে গোলাবর্ষণ খুব একটা কঠিন কাজ নয়। যা খবর, সেক্ষেত্রে তারা উত্তর ডোকালামে বেশ কিছু সামরিক শিবিরও বানিয়েছে আর জাম্ফেরি ঢালের পূর্বদিকে যাতে সামরিক সাজসরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছাতে পারে সেই চেষ্টাও জোরকদমে চালাচ্ছে। তোর্ষার উৎসের মাত্র দুই কিমি দূরে তারা অবস্থান করছে। তোর্ষা নালা পার হতে পারলেই শিলিগুড়ি, যেটা চিকেন নেক নামে পরিচিত তারই মুখোমুখি তারা এসে যাবে।

কিন্তু এক্ষেত্রে ভুটানের আচরণ খুব রহস্যজনক। গতবছর যখন ডোকালাম প্লেটে রাস্তাঘাট তৈরি করছিল, ভুটান তারস্বরে প্রতিবাদ করেছিল এবং চিনের সামরিকবাহিনীকে আটকাতে ভারতের সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু এখন তোর্ষার উৎসের মাত্র দুই কিমি দূরে তাদের অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও ভুটান একরকম নীরবতা পালন করে চলেছে। চিনের সেই আগ্রাসী ভূমিকার সামনে দাঁড়িয়েও ভারত-ভুটান যৌথভাবে সামরিক ড্রিল পরিচালনা করেছে ডোকালামে, অথচ ভুটান এখন নীরবতা পালনই শ্রেয় বলে মনে করছে।

চিন সচরাচর হুমকি ছাড়া ভারতের সঙ্গে কথা বলে না। ডোকালামে সেই মুখোমুখি হওয়ার সময়েও গ্লোবাল টাইমস ভারতকে যথেচ্ছ গালিগালাজ করে গিয়েছে। তবে হুমকির বয়ান মাঝে মাঝে পালটে যায়। চিনের বিদেশমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন যে ড্রাগন এবং হাতি একত্রে নৃত্য করলেই ভালো হবে। অর্থাৎ চিন ভারতের সহযোগিতাই কাম্য। কিন্তু পাকিস্তানের ত্রাতা হিসেবে চিন বরাবরই এক নম্বরে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে আজহার মামুদকে রক্ষা করাই চিনের একমাত্র কাজ। অরুণাচলপ্রদেশও তার শ্যেনদৃষ্টিতে। ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ইনিশিয়েটিভ মারফত চিন-পাকিস্তানের বহুমূল্যের সড়ক চলে গিয়েছে পাকিস্তানের গদার বন্দর পর্যন্ত। আমেরিকার চাপে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কিছুটা পদক্ষেপ নিলেও, চিন পাকিস্তানের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে এবং পাকিস্তানকে অঢেল সাহায্য করে চলেছে। তারা পাকিস্তানকে প্রক্সি হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে, আবার বলে চলেছে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে হবে। চিনের এই সামরিক কার্যকলাপ বিষয়ে ভারত যথেষ্ট অবগত, প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাই বলেছেন, ভারত ডোকালামের অস্থিরতা মোকাবিলায় প্রস্তুত। চিন-আমেরিকা বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব ভারতেও পড়ছে। তার উপর ডোকালামের অস্থিরতা। ভারতের অর্থনীতি দাঁড়াবে ?

অধ্যাপক শান্তনু বসু

চাঁচল কলেজ, মালদা।